তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ ফাহমিদা মাহবুব
পিতা-এম. এম. ওয়ালিউল মাহবুব
বাড়ী নং-জি-১৬
রানী বাজার (বাটার গলি)
পোষ্ট-ঘোড়ামারা, থানা-বোয়ালিয়া
জেলা-রাজশাহী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ
এভিপি এবং ব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী ফাহমিদা মাহবুব, ২৯-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **আপনার ব্যাংকে আমার সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৩৬-১২২-০০০০৪০৯-৮ এর চেক বই (পৃষ্ঠা নং ১৩৯৪৬৯১-১৩৯৪৭০০) হারিয়ে যাওয়ায় গত ২৬-০১-২০১২ ইং তারিখে আমি রাজশাহী বোয়ালিয়া মডেল থানায় জিডি নং ১২১০ করি। আমার হারিয়ে যাওয়া চেক বই এর FSIB ১৩৯৪৬৯২ পৃষ্ঠাটি জনৈক জামিল আখতার নাম ব্যক্তি তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আপনার ব্যাংকে ১৩-০৩-২০১৩ ইং তারিখে উপস্থাপন করে। আপনারা তাকে অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো প্রদান করেন। আপনার নিকট আমি জানতে চাই যে, চেক বইয়ের সকল পৃষ্ঠা জিডি ও আপনাদের নিকট হতে প্রাপ্ত Stop Payment সার্টিফিকেট পাবার পরে আপনার ব্যাংক কিভাবে অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করলো। আর এই ধরনের চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী বৈধ কিনা?**

০২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ এফএসআইবিএল/ রাজ/২০১৩/২০১৬ নং স্মারকমূলে ০৫-০৯-২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্য যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় অভিযোগকারী ২২-০৯-২০১৩ তারিখে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ জাহাঙ্গির আলম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। কমিশনের ০৫-১২-২০১৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ' কর্তৃপক্ষ কিনা, এ বিষয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক মতামত চেয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২০-০১-২০১৪ তারিখে ১০.০০.০০০০. ১২৯.০৪.২১৫.১৩-১৬ নং স্মারকের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ সহ অন্যান্য সকল বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৪। পরবর্তীতে বিষয়টি কমিশনের ০৯-০২-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ফাহমিদা মাহবুব; প্রতিপক্ষ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল আকন্দ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বিধান চন্দ্র সাহ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রদত্ত তথ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। (অ:পৃ:দ্র:)

০৬। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার চেক বই হারানোর ফলে জিডি করে তাদের শাখায় নতুন চেক বই এবং স্টপ পেমেন্ট এর আবেদন করেন। অভিযোগকারীকে নতুন চেক বই এবং স্টপ পেমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অভিযোগকারীর স্বাক্ষরিত চেক প্রাপ্তির পর তার একাউন্ট ব্যলান্স দেখে অপর্যাপ্ত ফান্ড থাকায় ডিজঅনার স্লীপ ইস্যু করা হয়। চেকে উল্লিখিত পরিমান টাকা একাউন্টে থাকলে ডেবিট করতে গেলে স্টপ পেমেন্ট সম্পর্কে জানা যায়। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কোন চেক পাবার পর ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুযায়ী কয়েকটি ধাপে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। প্রাথমিকভাবে কোন চেক পেমেন্টের জন্য উপস্থাপিত হলে, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একাউন্ট ইনকোয়ারীতে উক্ত হিসেবের স্থিতি ও স্বাক্ষর আসে। উপস্থাপিত চেকের স্থিতি দেখেই চেক রির্টান মেমোর প্রিন্টেড কলাম ইনসাফিসিয়েন্ট ফান্ড এ টিক দিয়ে চেক ফেরত দেয়া হয়। সাফিসিয়েন্ট ফান্ড হলে দ্বিতীয় ধাপে যেতে হয়, সেখানে স্টপ পেমেন্ট সহ হিসাবটির যাবতীয় তথ্য থাকে। সফটওয়ারের পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উল্লেখ করেন।

০৭। Stop Payment সার্টিফিকেট প্রদানের পর অপর্যাপ্ত ফান্ড উল্লেখ করে চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা যাবে কিনা? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা যাবে। অভিযোগকারীকে এই বিষয়টি অবগত করার জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে, দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত সফটওয়ারের পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করলেও অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৯-০৩-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ০৭ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার, রাজশাহী শাখার এভিপি এবং ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]